দুই বোন সব কিছু ভাগাভাগি

● আহমেদ বায়েজীদ

হাজারো সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ আমাদের জীবন। আর এসব সম্পর্কের রঙিন সুতো বেয়েই এগিয়ে চলে মানুষ। বয়স আর স্থান-কাল-পাত্রের ভেদাভেদ কিংবা সমতা কিছুই আটকাতে পারে না সম্পর্ককে। বরং জীবনের ছোঁয়ায় প্রতিনিয়ত আরো রঙিন হয় সম্পর্ক।

রেখা ও মিতু পিঠাপিঠি দুই বোন। যে অক্টোবরে রেখার জন্ম, ঠিক তার পরের বছর একই মাসে পৃথিবীতে আসে মিতু। বয়স কাছাকাছি হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই তাদের সম্পর্কটা চমৎকার। পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে আলাদা একটা সম্পর্ক রয়েছে দুজনের, তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের আলাদা একটা জগৎ। সেটা কখনো বন্ধুত্বের, কখনো সহোদরার কখনো স্নেহের, কখনো ভালবাসার। আবার কখনো মান-অভিমান আর মিষ্টি ঝগড়ার। সব মিলে চমৎকার বোঝাপড়া আর মানবিক বাস্তবতা সেখানে সম্পর্কের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

সম্পর্কটা কীভাবে উপভোগ করে তারা? চটপটে মিতু বলে– 'খুব এনজয় করি, সবকিছু একজন আরেকজনের সঙ্গে শেয়ার করি। আমি কোনো সমস্যায় পড়লে সবার আগে ওকে বলি, ও আমাকে বলে। একটা নতুন সিনেমা বের হলেও আলোচনা করি সেটা নিয়ে। কোন হিরো কেমন? মোট কথা এমন কোনো বিষয় নেই যাতে আমাদের দূরত্ব আছে।'

একটু গম্ভীর হয়ে রেখা বলে– 'বয়সের ব্যবধান এক বছর হওয়ায় সেই কিন্ডারগার্টেন থেকে কলেজ পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে পড়ছি। একই ব্যাচে পড়ি, একই হোম টিউটর, আবার কখনো বাসায়ও এক টেবিলে পড়ি। তাই বলতে পারেন আমাদের লাইফটাই টোটাল শেয়ারিং। ধরুন আমরা একজন অসুস্থ হলেও সেটা আব্বু-আম্মুর আগে অন্যজন টের পায়। সব মিলে দুজনের সম্পর্কটা দারুণ।

আর পরস্পর নির্ভরশীলতায়? এবার হেসে ফেলে দুজনেই। মিতু বলে– 'আমার তো বলতে গেলে সবই ও করে দেয়। ক্লাস টেস্টের খাতা তৈরি, নোট ফটোকপি এমনকি বই খুলে প্রশ্ন বের করে না দিলে আমি পড়তে চাই না। ও অবশ্য মাঝে মধ্যে নিজের টুকটাক কাজ করায় আমাকে দিয়ে, তবে সেটা কোনো খাবার বা অন্য কিছুর লোভ দেখিয়ে (হাসি)। তবে সব মিলে রেখা আপু অনেক দায়িত্ববান। সংসারের বড় সন্তান যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমন। যেমন অনেক কথা থাকে যা সবসময় পরিবারের বড়দের বলা যায় না, সেটাও ওর সঙ্গে শেয়ার করি। ও সমাধান করে দেয়।'

প্রশংসায় লজ্জা পায় রেখা। লাজুক হাসি হেসে বলে, 'আসলে মিতু অনেক সময় পড়া ফাঁকি দেয়ার জন্য নানা অজুহাত ধরে, তাই আমাকে এগুলো করে দিতে হয়। আবার কোনো কিছুতে ঠেকে গেলে বলে– তুমি বড় না! একটু করে দাও। তখন করতে হয়। ওর কোনো কিছু দরকার হলে আব্বু-আম্মুকে বলতে চায় না, আমাকে দিয়ে বলায়। প্রায়ই কিছু ছেলেমানুষি করে যেমন– ভাত খেতে চায় না, তখন আম্মু আমাকে বলে ম্যানেজ করতে।'

আড্ডা আর গল্পে দুজন সমানে সমান। একসঙ্গে টিভি দেখতে বসলে পছন্দের চ্যানেল নিয়ে মৃদু দ্বন্দ্ব হয় কখনো। মিতুর পছন্দ হলিউড, বলিউড এবং খাওয়ার সময় কার্টুন দেখা চাই-ই তার। তারকাদের মধ্যে পছন্দ জাস্টিন বিবার। অন্যদিকে রেখা বাংলা চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক।

পছন্দ-অপছন্দের একই ধারা পোশাকের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। রেখার পছন্দ সাধারণ বাঙালি পোশাক, বিশেষ উৎসবে শাড়ি পরতে ভালো লাগে। আর মিতু কিছুটা ওয়েস্টার্ন টাইপের, কালারফুল এবং হাল ফ্যাশনের পোশাকে নিজেকে দেখতে পছন্দ করে। বাইরের খাবারের দিকে ঝোঁকটা মিতুরই বেশি। তবে ফুচকা-চটপটিতে দুজন সমানে সমান। পরিবারের অন্যদের ক্ষেত্রে রেখার সম্পর্কটা বাবার সঙ্গেই বেশি গভীর। চাহিদা আবদার, ভালো-মন্দ বাবার কাছেই বলতে পছন্দ করে। আর মিতুর সবকিছু মায়ের কাছে। ভবিষ্যৎ ভাবনায় রেখার মাথায় ঘোরে বাবার মতো ব্যাংকার হওয়া, আর মিতুর ইচ্ছে অভিনয় করা। ছোটখাটো ছুটিতে বেড়ানোর কাজটা একসঙ্গে হলেও বড় ছুটি পেলে রেখা ছুটতে চায় গ্রামে আর মিতুর ইচ্ছে দেশের বাইরে ঘোরা।

রেখা বলে– 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাঝে মান-অভিমান, ঝগড়া এসব তো থাকবেই। মিতু আসলে একটু দুষ্টুমি করতে পছন্দ করে। আর এসব দুষ্টুমির কারণে প্রায়ই টুকটাক ঝগড়া হয়। যেমন পোশাকে কলম দিয়ে আঁকাআঁকি করা, পড়তে বসে গান গাওয়া, আমাকে উল্টাপাল্টা নামে ডাকা– এগুলো ও প্রায়ই করে। মাঝে মধ্যে আমিও যে ঝগড়া করি না তা নয়। তবে একটা জায়গায় দুজনেই এক সেটা হলো– যে ঝগড়া করে সেই আবার মীমাংসা করতে উদ্যোগী হয়। আবার কোনো কারণে একজন অভিমান করলে অন্যজন মান ভাঙাতে সদা প্রস্তুত।' একটু থেমে রেখাই আবার বলে– 'কখনো কখনো হিংসাও করি একজন অন্যজনকে। যেমন কোনো শিক্ষক বা আত্মীয়-স্বজন, কিংবা বান্ধবীরা একজনের প্রশংসা করলে অন্যজন হিংসা করতে শুরু করে বা কেউ পরীক্ষায় একটু বেশি ভালো করলেও এটা হয়। তবে বাইরের কেউ একজনের কাছে অন্যজনের দোষ বললে সেটা সহ্য করি না আমরা।

একটা জায়গায় দুজনে সবর্দাই একমত, সেটা হলো– দুজনের মাঝে ভালো বোঝাপড়া ও আন্তরিকতা থাকলে সম্পর্ক মধুর হবেই। জীবনে সময়ের সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক নিত্যনতুন রূপ ধারণ করে তবে তার আবেদন কমে না কখনো। বরং জীবনের প্রয়োজনেই তা বেঁচে থাকে যুগে যুগে। প্রতিনিয়ত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁকে ঘুরে-ফিরে পূর্ণতা পায় একটি সম্পর্কের গল্প। ■